بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৫ জানুয়ারি ২০১৮, মোতাবেক ৫ সুলাহ্, ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

কুরআন শরীফে বেশ কয়েক জায়গায় আর্থিক কুরবানীর প্রতি মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ (সূরা আল্ বাকারাঃ ২৭৩) অর্থাৎ আর তোমরা নিজেদের ধনসম্পদ থেকে যা-ই খরচ কর, তা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণার্থে হয়ে থাকে। আর একই সাথে তিনি মু'মিনের এ বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করেছেন যে, সে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই খরচ করে। যেমন বলা হয়েছে: وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ (সূরা আল্ বাকারাঃ ২৭৩) অর্থাৎ আর তোমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে খরচ করো না। অতএব তারা কতই না সৌভাগ্যবান যারা এই মানসিকতা নিয়ে নিজেদের ধনসম্পদ খোদা তা'লার পথে ব্যয় করে। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ এই পৃথিবীর বুকে আহমদীরা ছাড়া আর কেউ নেই যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আর্থিক কুরবানী করার মনমানসিকতা রাখে। এই পৃথিবীতে হয়ত-বা আরো কিছু লোকও থাকবে যারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খরচ করে বা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করে, কিন্তু জামা'ত হিসেবে বা সমষ্টিগতভাবে শুধুমাত্র আহমদীয়া জামা'তই রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং গরীব ও অভাবীদের সাহায্য করা ছাড়াও ধর্ম-প্রচার এবং ইসলামের প্রকৃত চিত্র পৃথিবীবাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য নিজেদেরকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়েও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত খরচ, তা কোন মানুষের সাহায্যার্থে হোক বা ধর্মের জন্য হোক, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হয়ে থাকে। নিজ সত্তার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কোন প্রকার ধনসম্পদের প্রয়োজন নেই। তাঁর জন্য খরচ করার অর্থ হলো তাঁর সৃষ্টির কল্যাণার্থে ও তাঁর ধর্মের জন্য খরচ করা।

একটি হাদীসে কুদসীতে রসূলে করীম (সা.) আল্লাহ্ তা'লার বরাতে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি নিজ ধনভাণ্ডার আমার কাছে জমা করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। এরপর এতে আগুন লাগারও কোন ভয় নেই, পানিতে ডুবে যাওয়ারও কোন আশঙ্কা নেই, আর কোন চোরের চুরি করারও দুশ্চিন্তা নেই। আমার কাছে গচ্ছিত ধনভাণ্ডারের পুরোটাই আমি তোমাকে সেদিন ফিরিয়ে দিব যেদিন তুমি সবচেয়ে বেশি এর মুখাপেক্ষী হবে বা তোমার এর প্রয়োজন পড়বে। **(কনযুল উম্মাল, খণ্ডঃ ৬, পৃ. ৩৫২, হাদীসঃ ১৬০২১, ১৯৮৬ সনে মুওয়াসসেসাতুর রিসালা বৈরুত থেকে মুদ্রিত)**

অতএব আমরা যেটিকে বাহ্যত ব্যয় বা খরচ মনে করে থাকি আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে খরচ করি, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, এটি আসলে ব্যয় নয়। বরং আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে, আমার নির্দেশিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য যে খরচ তুমি করেছ, তা প্রকৃতপক্ষে খরচ নয় বরং এটি তোমার একাউন্টে বা খাতায় জমা হয়ে গেছে। আর যখনই তোমার এর প্রয়োজন পড়বে, আল্লাহ্ তা'লা তা ফেরত প্রদান করবেন।

অনুরূপভাবে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে হিসাবনিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচকারীরা, এই পথে ব্যয়কৃত স্বীয় সম্পদের ছায়ায় অবস্থান করবে। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ডঃ ৫, পৃ. ৮৯৫, হাদীসঃ ১৭৪৬৬, ১৯৯৮ সনে আলামুল কুতুব বৈরুত থেকে মুদ্রিত)**

কিন্তু একইসাথে এক জায়গায় তিনি (সা.) এই শর্তও আরোপ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে অপবিত্র সম্পদ পছন্দনীয় নয়। অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না বরং পবিত্র উপার্জন এবং কষ্টার্জিত অর্থ যদি তাঁর পথে খরচ করা হয় তবেই তা গ্রহণ করা হবে। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত তওহীদ, হাদীসঃ ৭৪৩০)**

অতএব আমাদের সবসময় এই বিষয়টিকে নিজেদের সামনে রাখতে হবে যে, আমাদের সম্পদ যেন সর্বদা পবিত্র থাকে।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ কীভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন ও মহানবী (সা.)-এর কোন আর্থিক কুরবানীর ডাকে অংশ নেয়ার জন্য আয় বা উপার্জন করতেন এবং চাঁদা দিতেন আর সদকা-খয়রাত করতেন- তার উল্লেখ এক হাদীসে এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখনই সদকা বা আর্থিক কুরবানীর কোন ডাক দিতেন তখন আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং সেখানে গিয়ে কায়িক শ্রম করত, আর এর পারিশ্রমিক হিসেবে কেউ এক 'মুদ' পরিমাণও কিছু পেলে, সে তা-ই উক্ত খাতে দিয়ে দিত।

'মুদ' হলো পরিমাপের একটি একক যার মাধ্যমে শস্য মাপা হয় বা পরিমাপ করা হয়। ওজনে হয়ত এক কিলো বা কেজির চেয়েও কম হবে বা এর সমপরিমাণ হবে। কিন্তু যাহোক সেই সাহাবী বলেন, তখন তাদের এরূপ অবস্থা ছিল যে, এই আর্থিক কুরবানীতে কিছুটা হলেও অংশ নেয়ার জন্য তারা বাজারে চলে যেত এবং উপার্জন করত, আর এখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই পৃথিবীতেই এত বেশি আশিসমণ্ডিত করেছেন যে, তাদের কারো কারো অবস্থা হলো, লক্ষ পরিমাণ দিরহাম বা দিনার তাদের কাছে রয়েছে। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীসঃ ১৪১৬)**

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সম্পর্কে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মুসলমান হওয়ার সময় ব্যবসা এবং স্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও তার জমানো আশরাফি বা স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ ছিল চল্লিশ হাজার। তখন তিনি সংকল্পবদ্ধ হন যে, এই সমস্ত সম্পদ আমি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যয় করব এবং যথারীতি তা করতে থাকেন। আর হিজরতকালে এখেকে শুধুমাত্র পাঁচশত আশরাফি তার কাছে অবশিষ্ট ছিল। **(আত্‌তাবাকাতুল কুবরা লে ইবনে সাদ, খণ্ডঃ ৩, পৃঃ ৯১, ১৯৯৬ সনে দারে আহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী বৈরুত থেকে মুদ্রিত)** আজ সেই যুগের আশরাফির মূল্যমান নির্ধারণ করা হলে, যা স্বর্ণের আশরাফি ছিল, হয়ত তা এগার-বারো মিলিয়ন পাউন্ডের সমপরিমাণ হবে, যা আমাদের ওয়াকফে জাদীদের গোটা পৃথিবীর বাজেটের চেয়েও বেশি। অতএব এটি ছিল সাহাবীদের অবস্থা যে, যাদের কিছুই ছিল না, তারাও কায়িক শ্রম করে বা জন খেটে কয়েক পেনি বা সেন্ট বা সামান্য অর্থ যা-ই দিয়েছেন, তা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর যাদের অর্থ-সম্পদ ছিল তারাও দারিদ্রের কোন পরোয়া বা চিন্তা করেন নি বরং নির্দ্বিধায় আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করে গেছেন।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবীদের ক্ষেত্রেও আমরা এমনটিই দেখতে পাই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ত্যাগের বিভিন্ন ঘটনা আমরা শুনি যে, হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.) যখনই বলেছেন, তিনি সীমাহীন কুরবানী করেছেন। অনুরূপভাবে উম্মে নাসেরের পিতা ডাক্তার খলীফা রশিদ উদ্দিন সাহেব ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর দাবি সম্পর্কে শুনতেই তিনি বলেন, এত বড় দাবি যে ব্যক্তি করে সে মিথ্যাবাদী হতে পারে না এবং তৎক্ষণাৎ বয়আত করে নেন। আর এরপর আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রগামী থাকেন। পেশার দিক থেকে তিনি ডাক্তার ছিলেন। সরকারী চাকরিজীবি ছিলেন। বেশ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল তার এবং বেশ ভালো আয়-উপার্জন করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে নিজের বারো জন হাওয়ারীর মাঝে উল্লেখ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তার কুরবানীর আধিক্যের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে এই সনদ প্রদান করেন যে, তিনি জামা'তের জন্য এত বেশি পরিমাণ আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন যে, ভবিষ্যতে তার আর কোন কুরবানী করার প্রয়োজনই নেই। যাহোক তারা কুরবানী করতেন, আর এই সনদ পাওয়া সত্ত্বেও এমন নয় যে, তারা কুরবানী করা পরিত্যাগ করেছেন, বরং তারা কুরবানী করে গেছেন। গুরুদাসপুরের মামলা চলাকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বন্ধুদের মাঝে এই তাহরীক করেন যে, খরচ বেড়ে যাচ্ছে, মামলারও খরচ রয়েছে, আর বিশেষ করে লঙ্গরখানার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর অবস্থানের কারণে গুরুদাসপুরেও লঙ্গর চলছিল আর কাদিয়ানেও লঙ্গর চালু ছিল, উভয় জায়গায় লঙ্গর চলমান ছিল। অতএব এর জন্য তিনি (আ.) যখন আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করেন তখন খলীফা রশীদ উদ্দিন সাহেব ঘটনাক্রমে সে দিনই বেতন পান যে-দিন এ তাহরীক সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন। অতএব নিজের পুরো বেতন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সমীপে উপস্থাপন করেন, যা সেই যুগে ৪৫০ রুপি ছিল এবং বেশ বড় পরিমাণ অর্থ ছিল, আর আজকালকার লাখের সমপরিমাণই হবে। তার কোন এক বন্ধু তাকে বলেন যে, নিজ ঘরের প্রয়োজনের জন্যও কিছু রেখে দিন। তিনি উত্তর দেন যে, খোদার মসীহ্ বলেছেন ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে, তাই আমি কার জন্য রাখব? **(তাকারীর জলসা সালানা ১৯২৬ থেকে সংগৃহীত, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ডঃ ৯, পৃঃ ৪০৩)** অতএব যেহেতু ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে তাই ধর্মের জন্যই সবকিছু উপস্থাপিত হবে।

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনেক স্নেহের সাথে নিজের কতিপয় গরীব আহমদী ভাইয়ের কথাও বলেছেন এবং তাদের কুরবানীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি নিজ জামা'তের ভালোবাসা এবং নিষ্ঠায় আশ্চার্যান্বিত হই যে, তাদের মাঝে খুবই স্বল্প আয়ের লোকেরা, যেমন- মিয়া জামালুদ্দিন, খায়রুদ্দিন ও ইমামুদ্দিন কাশ্মিরী প্রমুখরা আমার গ্রামের পাশেই বসবাস করেন। তারা তিন জনই আমাদের দরিদ্র ভাই যারা হয়ত কায়িক শ্রমে দৈনিক তিন আনা বা চার আনা আয় করেন, কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মাসিক চাঁদায় অংশ নেন এবং নিয়মিত চাঁদা প্রদান করেন।

পুনরায় তিনি বলেন, তাদের বন্ধু মিয়া আব্দুল আযিয পাটোয়ারীর নিষ্ঠায়ও আমি আশ্চর্য হই। অতি স্বল্প আয় সত্ত্বেও একদিন তিনি একশত রুপি দিয়ে যান এবং বলেন যে, আমি চাই এটি যেন খোদার রাস্তায় ব্যয় করা হয়। তিনি (আ.) বলেন, এই দরিদ্র ভাই, সেই একশত রুপি হয়ত কয়েক বছর জমিয়ে থাকবেন কিন্তু ঐশী উদ্দীপনা তার মাঝে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রেরণা সঞ্চার করে। **(আনজামে আথম পুস্তকের পরিশিষ্ট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ডঃ ১১, পৃ. ৩১৩-৩১৪)**

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের কয়েকটি ঘটনা আমি উল্লেখ করলাম। এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবীদেরও কয়েকটি ঘটনা আমি উল্লেখ করেছি। আর্থিক কুরবানীর এই যে

ধারাবাহিকতা, এটি খোদা তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী করা হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে তা পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে এই কুরবানীর সেই প্রেরণা দান করেছেন যা, আমি যেমনটি বলেছি, পৃথিবীতে আর কারো মাঝে নেই এবং এর অগণিত দৃষ্টান্ত প্রতিবছর আমরা দেখতে পাই।

আজ রীতি অনুযায়ী যেহেতু জানুয়ারির প্রথম খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা দেয়া হয়, তাই এই প্রেক্ষিতে আমি ওয়াকফে জাদীদ খাতে যারা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের কতিপয় ঈমানোদ্দিপক ঘটনার উল্লেখ করব (এই মর্মে) যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের কুরবানীর কারণে তাদেরকে এই পৃথিবীতেও পুরস্কৃত করেন যা তাদের ঈমানের দৃঢ়তারও কারণ হয়।

কত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মানুষ আর্থিক কুরবানী করে এবং সেই নমুনা বা আদর্শের ওপর আমল করে যা সাহাবীদের ছিল, যার উল্লেখ আমি(পূর্বেই) করেছি যে, আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করা হলে সাহাবীরা বাজারে চলে যেতেন এবং যৎসামান্য যে পারিশ্রমিক তারা পেতেন তা নিয়ে রসূলে করীম (সা.) এর সকাশে উপস্থাপন করতেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আজও আমাদের মাঝে পাওয়া যায়।

বুরকিনাফাসোঁর আমীর সাহেব লিখেন যে, ভিদগো অঞ্চলের আমাদের একটি জামা'তের নাম হলো কারী (Kari)। এর কাছাকাছি একটি জায়গায় সরকারের পক্ষ থেকে 'ফাইবার অপটিক' (Fibre Optic) এর তার বিছানো হচ্ছে। তো কারী জামা'তের কিছু খোদ্দাম ঠিকাদারের সাথে এই মর্মে কথা বলে যে, তাদেরকে যেন এক কিলোমিটার মাটি খননের কাজ দেয়া হয়। অতএব কাজ পাওয়ার পর জামা'তের খাদেমগণ একযোগে মাটি খননের কাজ করে এবং এর পারিশ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত প্রায় এক মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক সিফা, যা প্রায় ১২৫০ পাউন্ড এর সমপরিমাণ হবে, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে প্রদান করে। অতএব যেমনটি আমি (পূর্বেই) বলেছি, এটি হলো সেই প্রেরণা যা আজ আহমদীয়া জামা'ত ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

আল্লাহ্ তা'লা যুবক এবং শিশুদের ঈমানেও চাঁদার বরকতে কীভাবে দৃঢ়তা প্রদান করেন, এর একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। বুরকিনাফাসোঁর বানফুরা রিজিওনে একটি জামা'ত রয়েছে। সেখানকার একজন সদস্য নিজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, আমার এক সফরে বের হওয়ার কথা ছিল আর ওয়াকফে জাদীদের বছরও শেষ হচ্ছিল। অপর দিকে ফসল তোলার মৌসুম চলছিল এবং তা কাটা হচ্ছিল। অতএব যাওয়ার পূর্বে আমি আমার সন্তানদের বলি যে, ফসল কাটা শেষ হলে তা থেকে দশ ভাগের একভাগ আলাদা করে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিবে। এ বলে আমি সফরে চলে যাই। পরবর্তীতে আমার সন্তানরা সম্পূর্ণ ফসল ঘরে নিয়ে আসে এবং চাঁদা দেয় নি। তিনি বলেন, আমি যখন ফিরে আসি এবং খোঁজ নেই, তখন জানতে পারি যে, সন্তানরা পুরো ফসল ঘরে নিয়ে এসেছে। তখন আমি তাদেরকে বলি, সমস্ত ফসল এখনই বাইরে বের কর এবং চাঁদার অংশ আলাদা কর। অতএব সম্পূর্ণ ফসল বাইরে বের করে এবং চাঁদার অংশ আলাদা করে যখন তারা পূর্বের জয়গায় তা ফেরত রাখে তখন তাতে কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি আর সন্তানরা এটি দেখে অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হয় যে, চাঁদার অংশ আলাদা করার পরও ফসল যতটা ছিল ততটাই আছে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বলি যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর রাস্তায় খরচ করলে সম্পদে ঘাটতি হয় না বরং তা বৃদ্ধি পায়। অতএব এটি হলো সঠিক ইসলামী

শিক্ষার ওপর আমলকারী সেসব লোকের ঈমান, যারা হাজার হাজার মাইল দূরে রয়েছে কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে তারা গ্রহণ করেছে ।

চাঁদার বরকতে বিপদ দূর হওয়া এবং ঈমান দৃঢ় হওয়ার বিষয়েও একটি ঘটনা রয়েছে। আইভোরিকোস্টের একটি জামা'ত হলো দেপেঙ্গো। সেখানকার একজন আহমদী বন্ধু ইয়াকুব সাহেব বলেন যে, আমি অনেক দিন থেকে আহমদী, কিন্তু চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অংশ নেই নি। পূর্বে আমার জীবনে সর্বদা বিপদাপদ লেগেই থাকত। কখনো সন্তানরা অসুস্থ থাকত, কখনো-বা ফসল ইত্যাদির কারণে অস্থির থাকতাম। কিন্তু গত তিন বছর থেকে আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্থায়ীভাবে অংশ নেয়ার পর থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমার জীবন পাল্টে দিয়েছেন। এখন আমার সন্তানরা পূর্বের চেয়ে অনেক স্বাস্থ্যবান আর ফসলও হয় অনেক বেশি।

নব আহমদীদের মাঝেও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ত্যাগের প্রেরণা কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে দেখুন। আইভোরিকোস্টের এক বন্ধু যবলু আহমদ সাহেব কিছুদিন পূর্বে খ্রিষ্ট ধর্ম থেকে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি নিজ শহরে একমাত্র আহমদী এবং নিয়মিত আমার খুতবাও শুনেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জামা'তী প্রোগ্রামও তিনি শুনতে থাকেন। বড়ই নিষ্ঠাবান এক ব্যক্তি। ঈমান এবং নিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অনেক উন্নতি করেছেন। বয়আতের পর ফরাসি ভাষায় জামা'তের যেসব বই-পুস্তক রয়েছে তা তিনি অধ্যয়ন করেছেন। এখন তিনি একজন ভালো 'দাঈ-ইলাল্লাহ'ও (অর্থাৎ প্রচারক) হয়ে গেছেন এবং নিয়মিত তবলীগ করেন। তিনি নিজ গ্রাম ছেড়ে দিয়ে আমাদের জামা'তের কাছাকাছি বসবাস আরম্ভ করেন যেন ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশি শিখতে পারেন। সে সময় তার কোন কর্মসংস্থান ছিল না, বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে কর্মসংস্থানের সমস্যা দেখা দেয়। কর্ম-সন্ধানে ছিলেন তিনি। শুধুমাত্র তার স্ত্রী সামান্য উপার্জন করছিলেন আর এর মাধ্যমেই ঘরের খরচ নির্বাহ হচ্ছিল। তার কাছে যখন চাঁদার তাহরীক করা হয় তখন অভাব-অনটন সত্ত্বেও তিনি পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা চাঁদা আদায় করেন এবং বলেন যে, এটি আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে চাঁদা। তিনি আরো বলেন, যদিও আমার অভাব-অনটনের চলছে কিন্তু চাঁদার কল্যাণ থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাই না।

চাঁদা দাতারা কীভাবে খোদাপ্রদত্ত প্রশান্তি লাভ করে-এই বিষয়ে আইভোরিকোস্ট থেকে আমাদের একজন মুবাল্লিগ লিখেন, বন্দুকো শহরকে আইভোরিকোস্টে ইসলামের গড় বা কেল্লা মনে করা হয় আর এখানে মৌলবীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি। এখানে একজন জেরে-তবলীগ বন্ধু আব্দুর রহমান সাহেব বয়আত করেছিলেন। একটি লিফলেটের মাধ্যমে জামা'তের সাথে তার পরিচয় ঘটে। তিনি বলেন, আমি চার বছর পূর্বে সপরিবারে খ্রিষ্ট ধর্ম থেকে মুসলমান হয়েছিলাম, তথাপি আমার হৃদয় প্রশান্তি পাচ্ছিল না। কিন্তু আমি যখন জামা'ত সম্পর্কে অবগত হই এবং মিশন হাউসে গিয়ে কতিপয় প্রশ্ন করি, তখন আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে যাই এবং বয়আত করি। তিনি বলেন, আমি যখন বয়আত করি তখন ডিসেম্বর মাস ছিল। মুবাল্লিগ সাহেব মসজিদে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার গুরুত্ব বর্ণনা করেন এবং চাঁদার আহ্বান করেন। আমার পকেটে তখন দুই হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা ছিল, যা থেকে একহাজার আমি তৎক্ষণাৎ ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেই। তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, সেদিন থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমার জীবনই পাল্টে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমার কাজে বরকত প্রদান করেছেন। যেখানে আমি কাজ করি সেখানে

কর্মকর্তাগণসহ সবাই আমার সম্মান করে এবং স্বল্প আয়ে প্রভূত কল্যান প্রত্যক্ষ করি এবং আমি বেশ স্বচ্ছল জীবন যাপন করছি। তিনি বয়আত করার পর প্রথম দিন থেকেই চাঁদার ব্যবস্থাপনার স্থায়ী অংশ হয়ে গেছেন।

এরপর তাঞ্জানিয়ার একটি গ্রামের একজন নবআহমদী জিনাই পাউলো (Jinai Paulo) সাহেবের ঘটনা রয়েছে। তাদের গ্রামের নাম হলো শাটিম্বা। তিনি বলেন, আমি চাঁদা প্রদানে খুবই কার্পণ্য করতাম। আমাকে যখন চাঁদা দেয়ার বিষয়ে স্মরণ করানো হতো তখন আমি কোন না কোন অজুহাত দেখাতাম। তিনি বলেন, আমি কয়লা প্রস্তুতের কাজ করি আর আমার আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না, এ কারণেও আমি চাঁদা দেয়া থেকে বিরত থাকতাম । কিন্তু যখন থেকে আমি আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করার বিষয়টি বুঝলাম, আমার জীবনটাই পুরোপুরি বদলে গেছে। আর এ বছর আমি যখন ফসল রোপন করেছি তখন যে জমি থেকে পূর্বে আট বা দশ বস্তা ফসল পাওয়া যেত সেই একই ক্ষেত থেকে চাউলের ৫৬টি বস্তা আমার হস্তগত হয়। তিনি বলেন, এ সবই আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ করার ফল। যখন থেকে আমি চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি, আমার জীবন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আমার আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে গেছে। এখন আমি ছয় কক্ষবিশিষ্ট একটি নতুন বাড়ি বানাচ্ছি। আর বড় ঘর বানানোর কারণ হলো, আমি চাই, যখনই জামা'তের অতিথিরা আমাদের গ্রামে আসবেন তারা যেন আমার ঘরে থাকেন এবং আমাকে আতিথেয়তার সুযোগ দান করেন। অর্থাৎ নিজ বসতভিটা নির্মাণের জন্য এই যে খরচ তিনি করছেন সে ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং তাঁর ধর্মের সন্তুষ্টি বা প্রয়োজনকে তিনি অগ্রগণ্য রেখেছেন। তাঁর অর্থাৎ খোদার ধর্মের জন্য খরচ করা হলো তার মূল উদ্দেশ্য।

মালির মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন যে, একদিন আমাদের মিশন হাউসে এক বন্ধু আব্দুর রহমান সাহেব আসেন এবং বলেন যে, আমি বয়আত করতে চাই। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি কেন বয়আত করতে চান? তিনি উত্তরে বলেন, আমার দাদা অনেক বড় এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন যে, ইমাম মাহদী এসে গেছেন এবং তাঁর একটি লক্ষণ তিনি এটি বলেছিলেন যে, ইমাম মাহদীর অনুসারীরা ইসলাম প্রচারের কাজে তাঁর আর্থিক সহযোগিতা করবে। তিনি বলেন, যখন আমি আপনাদের রেডিওতে শুনতে পাই যে, ইমাম মাহদীর আগমনের ঘোষণা করা হচ্ছে, আর একই সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্র খুতবা শুনি যাতে তিনি আর্থিক কুরবানীর ঘটনার উল্লেখ করছেন, তখন আমি বুঝতে পারি যে, ইনিই সেই ইমাম মাহদী যার সম্পর্কে আমাদের দাদা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছিলেন। তাই আমি বয়আত করতে চাই। অতএব তিনি বয়আতও করেন আর রীতিমত চাঁদাও দিচ্ছেন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনারও অংশ হয়ে গেছেন।

দারিদ্রের চরম সীমায় যারা রয়েছে তারাও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে অদ্ভুতভাবে পুরস্কৃত করেন এবং তাদের ঈমানকে দৃঢ় করেন। গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন যে, এক মহিলা ফাতেমা জালু সাহেবার বয়স ৪৯ বছর। তিনি নয়ামিনা ওয়েষ্ট অঞ্চলের কুন্ডা (Kunda) নামক একটি গ্রামে বসবাস করেন। যখন তার কাছে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কথা বলা হয় তখন তিনি বলেন যে, আমার কাছে কোন অর্থ নেই কিন্তু আমার বান্ধবী কিছুদিন পূর্বে আমাকে একটি মুরগি উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন। এটিও সেই ঘটনার ন্যায় যেভাবে কাদিয়ানে এক মহিলা মুরগির ডিম ও মুরগি নিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর কাছে চলে এসেছিল, যা কেউ তাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিল, এবং বলেছিল, জামা'ত যদি এটিকে গ্রহণ করে

তাহলে এটিকেই তিনি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিবেন। অতএব তিনি এই মুরগিই চাঁদা হিসেবে দান করেন। চাঁদা দেয়ার পর তিনি বলেন যে, আমি নিজের চাচার বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন, যিনি ঘরের একমাত্র ভরণপোষণকারী ছিলেন, আর চার মাস পূর্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে সেনেগালে তাকে সাত বছরের সাজা দেয়া হয়েছে এবং তিনি জেলে রয়েছেন। তিনি আমার কাছে দোয়ার জন্য চিঠিও লিখেন আর এরপর চাঁদাও আদায় করেন। যাহোক চাঁদারও বরকত ছিল। তিনি বলেন, দু'মাস পর তিনি জানতে পারেন যে, তার চাচাকে সরকার ক্ষমা করে দিয়েছে এবং তিনি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তার মুক্তি সম্পর্কে যে-ই শুনেছে সে এটিই বলেছে যে, এটি এক মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা, কেননা এই অপরাধের ক্ষমা লাভ করা অসম্ভব। এই মহিলার চাচা লামিন জালু সাহেব যখন এই ঘটনা জানতে পারেন যে, তার ভাতিজী এভাবে চাঁদা আদায় করেছে এবং আমার কাছে দোয়ার জন্যও লিখেছে, আর এর ফলে তার মুক্তিও লাভ হয়েছে, এতে তিনি অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন এবং নিজেও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ফাতেমা সাহেবা নিয়মিত চাঁদা দেন এবং তবলীগও করেন, আর মানুষকে বলেন যে, চাঁদার বরকতে তার চাচা মুক্তি লাভ করেন, যার জন্য তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন।

শুধু আফ্রিকাতেই নয়, আহমদীরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এসব উন্নত দেশসমূহেও ঈমান এবং নিষ্ঠার উন্নত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে।

অস্ট্রেলিয়ার মুবাল্লিগ সৈয়দ ওয়াদুদ আহমদ সাহেব লিখেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মেলবোর্নের একজন খাদেম (যুবক) নিজ ওয়াদা অনুযায়ী ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু জুমুআর নামাযে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে উক্ত যুবক আরো পাঁচশত পঞ্চাশ ডলারের ওয়াদা করেন এবং পরবর্তী দিন তা আদায়ও করে দেন। এই যুবক পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম কাজও করেন, আর প্রতি ১৫ দিন পর তিনি পাঁচশত ত্রিশ ডলার পান। কিন্তু তিনি বলেন যে, এই সপ্তাহে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে বারোশত বত্রিশ ডলার পান। তিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করার ফলশ্রুতিতেই হয়েছে।

ফিজির আমীর সাহেব নাসরাওয়াঙ্গা জামা'তের এক যুবক সম্পর্কে লিখেন যে, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আর সেক্রেটারী মাল বা অর্থসচিব হিসেবে জামা'তের সেবা করছেন। চাঁদা দেয়া আরম্ভ করার পর থেকে আল্লাহ্ তা'লা তার ব্যাবসায় প্রভূত বরকত প্রদান করেছেন। তার স্ত্রী, যিনি একটি খ্রিষ্টান পরিবার থেকে এসেছেন, তিনি বলেন যে, এসব ধর্মের সেবা এবং আর্থিক ত্যাগেরই ফসল, নতুবা আমাদের ঋণ কখনো পরিশোধ হতো না।

বেনিনের পারাকো অঞ্চলের একটি পুরোনো জামা'ত হলো 'ইনা'। সেখানকার মুয়াল্লিম হামীদ সাহেব লিখেন যে, এখানকার স্থানীয় জনগণের অধিকাংশ কৃষিজীবি এবং কার্পাস বা তুলা চাষ করে। এ বছর চাষীরা কার্পাস বা তুলা উঠিয়ে কারখানায় পাঠানোর জন্য গ্রামের পাশে এক জায়গায় স্তুপ করে রাখে। কিন্তু একদিন হঠাৎ সেই তুলার স্তুপে আগুন লেগে যায় আর কোটি কোটি টাকার তুলা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুধুমাত্র এক ব্যক্তির তুলা রক্ষা পায় আর তিনি ছিলেন জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান সদস্য। স্থানীয় লোকেরা তাকে বলে, এটি তো একটি মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনা যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনার তুলা রক্ষা করেছেন। তখন সেই আহমদী বন্ধু বলেন যে, আমার বিশ্বাস হলো, আমার আহমদী হবার এবং প্রতি মাসে আল্লাহ্র রাস্তায় চাঁদা দেয়ার সুবাদে খোদা তা'লা আমার সম্পদ রক্ষা করেছেন।

এরপর কঙ্গো ব্রাজভিলের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন যে, একজন ভদ্রমহিলার নাম হলো ম্যাডাম আয়েশা। তিনি সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। একদিন তিনি তার পুত্রের সাথে মিশন হাউসে আসেন এবং নিজের চরম অভাব-অনটনের কথা উল্লেখ করেন। অভাব-অনটনের একটি কারণ স্বামীর পক্ষ থেকে কোন খরচ না দেয়ার পাশাপাশি এটিও ছিল যে, শিক্ষক হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে মাসিক যে বেতন তিনি পেতেন, তা-ও পূর্ববর্তী ঋণের অংশ কেটে নেয়ার কারণে অর্ধেক পাচ্ছিলেন। তিনি ঋণ নিয়েছিলেন যার কারণে বেতন অর্ধেক পাচ্ছিলেন, আর স্বামীও কিছু দিচ্ছিল না। অতএব খুবই কষ্টের মাঝে ছিলেন। মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, তার কষ্টের কথা শুনে প্রথমত তিনি তাকে আমার কাছে দোয়ার জন্য চিঠি লেখার পরামর্শ দেন। এছাড়া আরেকটি পরামর্শ তিনি তাকে এটি দেন যে, আপনি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় করুন। তিনি বলেন, তৎক্ষণাৎ চিঠি তো তিনি লিখেছেনই কিন্তু একই সাথে নিয়মিতভাবে চাঁদা দেয়াও আরম্ভ করেন, আর নিজের পরিবারের পক্ষ থেকেও চাঁদা প্রদান করেন। তিনি বলেন, কিছু দিন অতিবাহিত হতেই তার স্বামী স্বেচ্ছায় ঘর-ভাড়া এবং বাচ্চাদের স্কুলের ফিস দেয়া আরম্ভ করে। অপর দিকে তার বড় বোন, যিনি মরহুম পিতার সমস্ত সম্পদ দখল করে রেখেছিলেন, তিনি প্রথমবার নিজের এই বোনের জন্য এক লাখ ফ্রাঙ্ক সিফা প্রেরণ করেন। এই আহমদী মহিলা সাথে সাথে মিশন হাউসে ফোন করে অবহিত করেন যে, চাঁদার কল্যাণে আমার সকল সমস্যা দূর হয়ে গেছে আর এরপর তিনি নিজে মিশন হাউসে এসে সেই অর্থ থেকে আরো দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা চাঁদা প্রদান করেন।

কানাডার লাজনা ইমাইল্লাহর সদর সাহেবা লিখেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী বলেন, একবার আমার স্থানীয় ওয়াকফে জাদীদ সেক্রেটারী আমাকে বলেন যে, তুমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা অবশ্যই দাও, এভাবে খোদা তা'লা তোমার সমস্যা দূর করে দিবেন। সেই ছাত্রী বলেন, তখন আমার কাছে মাত্র পঞ্চাশ ডলার ছিল যা একজন ছাত্রী হিসেবে আমার কাছে অনেক বড় অংক, কিন্তু আমি তা ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা হিসেবে প্রদান করি এবং খোদা তা'লার রাস্তায় এই আর্থিক কুরবানী করার কিছুদিন পরই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি আটশত ডলার বৃত্তি পাই, আর আল্লাহ্ তা'লা আমার এই (সামান্য) ত্যাগের চেয়ে অনেক বেশি আমাকে দান করেন।

এরপর (রয়েছে) মিশরের একজন আহমদী ভাই আব্দুর রহমান সাহেবের ঘটনা। তিনি সম্ভবত জুন মাসে এটি লিখেছিলেন, তিনি বলেন, গত জুমুআয় আমার কাছে একশত মিশরীয় পাউন্ড ছিল, যা থেকে পঞ্চাশ পাউন্ড আমি জামা'তকে দান করি আর অবশিষ্ট পঞ্চাশ পাউন্ড সফর খরচ ও আমার অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য রেখে দেই। আমি নিজের ঘর এবং এলাকা থেকে দূরে থাকি, যেখানে খোদা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। পরবর্তী দিন আমি জানতে পারি যে, মাসিক বেতন, যা সাধারণত বিলম্বে আসে, এবার তাড়াতাড়ি চলে এসেছে এবং সেদিনই আমার তা তুলে নেয়া উচিত। কিন্তু তবুও দু'দিন পর গিয়ে আমি দেখতে পাই যে, সরকার মাসিক বেতনে ষাট শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। এখন আমার ইচ্ছা হলো পরবর্তী জুমুআতে এরও অর্ধেক অংশ আমি খোদা তা'লার রাস্তায় দিয়ে দিব। দোয়া করুন, খোদা তা'লা যেন তাঁর রাস্তায় খরচ করার স্বাদ আস্বাদন করান।

ভারত থেকে আমাদের একজন ইন্সপেক্টর সেলিম খান সাহেব লিখেন, গুজরাট প্রদেশের একটি জামা'ত সাম্বড়য়ালা-তে সফরে গেলে সেখানকার এক বন্ধুর সাথে ফোনে যোগাযোগ হয়। তাকে আমরা বলি যে, আমরা এক ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে আসছি। এক ঘন্টা পর যখন পৌঁছি,

তখন তার সাথে আলাপ চলাকালেই হঠাৎ দুই ব্যক্তি আসে, তার সাথে কথা বলে আর তার রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ উঠিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি যে, এটি কি হলো? তিনি বলেন, আসল কথা হলো আপনি বলেছিলেন যে, আমরা আসছি কিন্তু আমাদের কাছে আজ কোন টাকা পয়সা ছিল না। তাই ঘরে যে ফ্রিজ ছিল, আমি তা বিক্রি করে দিয়েছি। তখন আমরা তাকে বলি যে, এত তাড়াহুড়োর কী ছিল, ফ্রিজ বিক্রি করার কোন প্রয়োজন ছিল না, এখনও আপনি সেটি ফেরত নিতে পারেন। তিনি বলেন, এটি হতে পারে না যে, কেউ কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কাছে আসবে এবং আমরা তাকে খালি হাতে ফেরত পাঠাব। ফ্রিজ নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না, তা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমরা পুনরায় কিনে নিব। আল্লাহ্ তা'লা তার ধন-সম্পদে বরকত দিন। তিনি ভাড়া ঘরে থাকেন এবং মিস্ত্রির কাজ করেন, কিন্তু নিজের অভাব অনটন সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় কুরবানী করা থেকে বিরত থাকেন নি।

অনুরূপভাবে, ভারত থেকেই ওয়াকফে জাদীদের ইন্সপেক্টর মুনাওয়ার সাহেব লিখেন যে, ইউপি প্রদেশের সানধান জামা'তের সফরের সময় এক বন্ধুর কাছে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের জন্য গেলে তিনি নিজের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এখন (আর্থিক) অবস্থা ভালো নয়। আপনি আগামীকাল সকালে আসুন, তখন দেখা যাবে। তিনি বলেন, পরবর্তী দিন পুনরায় আমি তার ঘরে গেলে তিনি বলেন যে, অর্থের ব্যবস্থা হয় নি। দেখুন শিশুদের মাঝেও কুরবানীর কতটা (গভীর) প্রেরণা রয়েছে, তার ছোট মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল, সে তখন তার পিতার কাছে এসে বলে যে, আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, শীত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর শীতকালে আপনি আমাকে জুতা কিনে দিবেন। আপনি আমার শীতের জুতা কেনার জন্য যে অর্থ তুলে রেখেছেন তা আমাকে দিয়ে দিন। সেই মেয়ে জোর করে তার পিতার কাছ থেকে সেই টাকা নিয়ে নেয় এবং পুরোটা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয় আর বলে যে, জুতা পরেও আসতেই থাকবে, আগে চাঁদা নিয়ে নিন। আমি অবশ্য (যারা চাঁদা সংগ্রাহক) তাদেরকে বলে রেখেছি যে, এমন সব ঘর বা এমন লোকদের প্রতি খেয়াল রাখুন, আর তারা দিতে চাইলেও তাদের কাছ থেকে নিবেন না। যাহোক কিছু কিছু লোক নিতে বাধ্য করে এবং অনেকটা জোর করেই দেয়, কিন্তু জামা'তেরও পরবর্তীতে তাদের দেখাশোনা করা উচিত।

পুনরায় ভারত থেকে ওয়াকফে জাদীদের ইন্সপেক্টর ফরিদ সাহেব বলেন যে, নভেম্বর মাসে ইউপি প্রদেশে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাসংক্রান্ত সফরে গেলে জানতে পারি যে, মিরাটেও একটি আহমদী ঘর রয়েছে, যাদের সাথে বহু বছর যাবৎ জামা'তের কোন যোগাযোগ নেই। অতএব যখন তাদের ঘরে যাই এবং আর্থিক কুরবানীর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তখন তারা বলে যে, আমরা শুধু ওয়াকফে জাদীদেই নয় বরং সকল চাঁদায় অংশ গ্রহণ করতে চাই। অতএব তিনি নিজের লাযেমী চাঁদার বাজেটও লিখান আর একই সাথে ওয়াকফে জাদীদ, তাহরীকে জাদীদ এবং অঙ্গসংগঠনের চাঁদার বাজেটও লিখান এবং তখনই পনের হাজার রুপি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা ওয়াকফে জাদীদের কল্যাণময় তাহরীকের সুবাদে একটি পরিবারের সাথে জামা'তের যোগাযোগও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। অতএব যেভাবে পূর্বেও আমি বেশ কয়েকবার বলেছি যে, আমাদের পক্ষ থেকে অর্থাৎ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে অলসতা হয়ে থাকে, জামা'তগুলোর সাথে যোগাযোগ করা হয় না, আর কখনো-কখনো দীর্ঘসময় পর্যন্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। তাই সকল ব্যবস্থাপনার সোচ্চার হওয়া উচিত যেন তারা মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে।

এই কতিপয় ঘটনা ছিল যা আমি বর্ণনা করেছি। এগুলো ধর্মের খাতিরে আর্থিক কুরবানী করার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার পাশাপাশি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা এবং এই জামা'তের আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। জামা'তের সদস্যদের ঈমান এবং বিশ্বাস উত্তরোত্তর উন্নতি করুক আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানীর ক্ষেত্রে তারা যেন সর্বদা অগ্রগামী হতে থাকে; আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ দোয়াই থাকবে।

গত বছর ওয়াকফে জাদীদ খাতে জামা'ত যে ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং জামা'তগুলোর যে অবস্থান রয়েছে, এখন সে সম্পর্কে কিছুটা বলব।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গত ৩১শে ডিসেম্বর ওয়াকফে জাদীদের ৬০তম বছর সমাপ্ত হয়েছে এবং ১লা জানুয়ারি থেকে ৬১তম বছর আরম্ভ হয়ে গেছে। বিশ্ব আহমদীয়া জামা'ত এ বছর ওয়াকফে জাদীদ খাতে ৮৮,৬২,০০০ পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করেছে। এটি গত বছরের তুলনায় ৮,৪২,০০০ পাউন্ড বেশি, আলহামদুলিল্লাহ্। পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে, যা মোট আদায়ের দিক থেকে প্রথম স্থানে থেকেই থাকে, ওয়াকফে জাদীদের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মাঝে প্রথম দশটি দেশের অবস্থান কিছুটা এরকম- যুক্তরাজ্য প্রথম স্থানে রয়েছে, জার্মানি দ্বিতীয় স্থানে, তাহরীকে জাদীদের ক্ষেত্রে এটি বিপরীত ছিল, আমেরিকা তৃতীয়, কানাডা চতুর্থ, ভারত পঞ্চম, অস্ট্রেলিয়া ষষ্ঠ, মধ্য-প্রাচ্যের একটি জামা'ত সপ্তম, ইন্দোনেশিয়া অষ্টম, নবম স্থানে মধ্য-প্রাচ্যের আরেকটি দেশ, আর ঘানা দশম। ঘানাও এবার বেশ উন্নতি করেছে।

স্থানীয় মুদ্রার দিক থেকে গত বছরের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে চাঁদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ বছর কানাডা সবার ওপরে রয়েছে। তারা বেশ ভালো উন্নতি করেছে। এছাড়া আফ্রিকার দেশসমূহের মাঝে নাইজেরিয়া বেশ উন্নতি করেছে, তারা ৮৩ শতাংশ চাঁদা বৃদ্ধি করেছে। মালি ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে, সিয়েরালিওন ৪৫ শতাংশ, ক্যামেরুনও ৪৫ শতাংশ, আর ঘানা ২৪ শতাংশ; অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় তারা এই পরিমাণ অধিক আদায় করেছে।

আসল বিষয় হলো অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর ওয়াকফে জাদীদ খাতে ১৬ লাখের অধিক চাঁদা প্রদানকারী অংশ নিয়েছে, আর নতুন অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা হলো ২ লাখ ৬৮ হাজার। চাঁদায় অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধির দিক থেকে নাইজেরিয়া প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে- সিয়েরালিওন, নাইজার, বেনিন, মালি, ক্যামেরুন, আইভোরিকোস্ট, সেনেগাল, বুরকিনাফাঁসো, গাম্বিয়া, গিনিবাসাও, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া এবং জিম্বাবুয়ে। এরা সবাই এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে।

ওয়াকফে জাদীদ খাতে দুই ধরনের চাঁদা (দেয়া) হয়ে থাকে, আতফাল এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান এবং কানাডার কাজ বেশি, কিন্তু এবার অস্ট্রেলিয়াও এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে।

পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রথম তিনটি স্থান হলো, যথাক্রমে লাহোর, রাবওয়া এবং করাচী। আর জেলার অবস্থানের দিক থেকে ইসলামাবাদ প্রথম, এরপর রয়েছে যথাক্রমে- রাওয়ালপিণ্ডি, সারগোধা, গুজরাট, ওমর কোট, হায়দারাবাদ, মিরপুর খাস, ডেরাগাজী খান, কোটলি আজাদ কাশ্মির এবং কোয়েটা।

আদায়ের দিক থেকে পাকিস্তানের প্রথম দশটি জামা’ত হলো যথাক্রমে- ইসলামাবাদ শহর, টাউনশিপ, গুলশান ইকবাল করাচি, সামানাবাদ লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি শহর, আযিযাবাদ করাচি, দিল্লি গেইট লাহোর, মোঘলপুরা লাহোর, সারগোধা শহর এবং ডেরাগাজী খান শহর।

আতফালদের ক্ষেত্রে তিনটি বড় জামা’তের মাঝে লাহোর প্রথম, করাচী দ্বিতীয় এবং রাবওয়া তৃতীয়। আর জেলাপর্যায়ে পজিশনের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে সারগোধা, রাওয়ালপিণ্ডি দ্বিতীয়, গুজরাট তৃতীয়, ফয়সালাবাদ চতুর্থ, হায়দারাবাদ পঞ্চম, নারোয়াল ষষ্ঠ, ডেরাগাজী খান সপ্তম, কোটলি আযাদ কাশ্মীর অষ্টম, শেখুপুরা নবম এবং দশম হলো বদীন।

যুক্তরাজ্যের ১০টি বড় জামা’ত হলো যথাক্রমে- উস্টার পার্ক, মসজিদ ফযল, বার্মিংহাম সাউথ, জিলিংহাম, বার্মিংহাম ওয়েস্ট, নিউ মল্ডেন, গ্লাসগো, ইসলামাবাদ, পাটনি এবং হেইজ। আর রিজিওনের দিক থেকে যথাক্রমে রয়েছে- লন্ডন বি, লন্ডন এ, মিডল্যান্ডস্, নর্থ-ইস্ট, মিডেলসেক্স, সাউথ লন্ডন, ইসলামাবাদ, ইষ্ট লন্ডন, নর্থ-ওয়েষ্ট, হার্টস (অর্থাৎ হার্ডফোর্ড শায়ার) এবং স্কটল্যান্ড।

আমেরিকার প্রথম দশটি জামা’ত হলো যথাক্রমে- সিলিকন ভ্যালী, সিয়াটল, ডেট্রয়েট, সিলভার স্প্রিং, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, বোস্টন, লস এঞ্জেলেস ইস্ট, ডালাস, হিউস্টন নর্থ এবং লরাল।

সংগ্রহের দিক থেকে জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় এমারত হলো যথাক্রমে- হ্যামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, উইযবাদেন, গ্রসগেরাও এবং মোরফিল্ডন ওয়াল্ডরফ।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে দশটি জামা’ত হলো যথাক্রমে- রুইডারমার্ক, নোয়েস, মেহেদীয়াবাদ, নিডা, ফ্রেডবার্গ, কোবলেনয্, ফ্লোরিযহায়েম, ওয়েনগার্ডেন, পেনাবার্গ আর লোঙ্গান।

আদায়ের দিক থেকে কানাডার এমারতগুলো হলো যথাক্রমে- ভন, ক্যালগেরী, পিসভিলেজ, ব্রাম্পটন, ভ্যানকুভার ও মিসিসাগা।

তাদের দশটি বড় জামা’ত হলো যথাক্রমে- ডারহাম, এডমন্টন ওয়েষ্ট, সিস্কাটন সাউথ, উইন্ডসর, ব্র্যাডফোর্ড, সিস্কাটন নর্থ, মন্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, লয়েডমিনিস্টার, এডমিন্টন ইষ্ট এবং এবিটস্ফোর্ড।

আর আতফালদের ক্ষেত্রে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য জামা’ত হলো যথাক্রমে- ডারহাম, ব্র্যাডফোর্ড, সিস্কাটন সাউথ, সিস্কাটন নর্থ এবং লয়েড মিনিস্টার।

আর আতফালদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি এমারত হলো যথাক্রমে- পিসভিলেজ, ক্যালগেরী, ভন, ভেনকুভার, ওয়েস্টন।

ভারতের প্রদেশগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে কেরালা, এরপর রয়েছে যথাক্রমে- জম্মু-কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র।

আর আদায়ের দিক থেকে ভারতের দশটি জামা’ত হলো যথাক্রমে- ক্যালিকাট, হায়দ্রাবাদ, পাঠাপ্রিয়াম, কাদিয়ান, কোলকাতা, বেঙ্গালুর, কানোর টাউন, পেঙ্গাডী, কেরোলায়ী এবং কারুনাগাপলি।

অস্ট্রেলিয়ার দশটি জামা’ত হলো যথাক্রমে- ক্যাসেল হিল, ব্রিসবেন লোগান, মার্সডেনপার্ক, ম্যালবোর্ন লঙ্গওয়ারেন, বারভিক, প্যাজিথ, প্লাম্পটন, ব্ল্যাক টাউন, এডিল্যাড সাউথ এবং ক্যানবেরা।

আতফালদের ক্ষেত্রে অষ্ট্রেলিয়ার জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে- ব্রিসবেন লোগান, প্যাজিথ, ব্রিসবেন সাউথ, ম্যালবোর্ন বারভিক, এডিল্যাড সাউথ, ম্যালবোর্ন লঙ্গওয়ারেন, প্লাম্পটন, ক্যাসেলহিল, মার্সডনপার্ক এবং মাউন্টড্রুয়েট।

আল্লাহ্ তা'লা এই সকল আর্থিক কুরবানীকারীদের ধনসম্পদে অশেষ বরকত দিন, তাদের ঈমান এবং নিষ্ঠা বৃদ্ধি করুন আর সকলকে কথায় ও কাজে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ করার তৌফীক দিন।

নামাযের পর আমি একজনের হাযের জানাযা পড়াব, যা ওয়াজীহ মুনাওয়ার সাহেবের পুত্র স্নেহের আলী গওহর মুনাওয়ার এর জানাযা। তারা যুক্তরাজ্যের অল্ডারশটের বসবাসকারী। গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সপরিবারে জার্মানি যাওয়ার পথে কোলন শহরের কাছাকাছি, তাদের গাড়ি দুর্ঘটনা কবলিত হয়, টায়ার ফেটে গিয়েছিল, তার মা গাড়ি চালাচ্ছিলেন, ৫ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আলী গওহর ওয়াকফে নও ছিল। তার দাদা চৌধুরী মুনাওয়ার হাফিজ সাহেব নারোয়ালের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আলীর নাম নিজের প্রপিতামহ হযরত আলী গওহর সাহেবের নামে রেখেছিলেন যিনি এই বংশের প্রথম আহমদী ছিলেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী ছিলেন। এছাড়া স্নেহের আলীর নানা মুকার্‌রম মোহাম্মদ ইদরীস সাহেব হায়দ্রাবাদ দক্ষিণের অধিবাসী ছিলেন। আলীর মা নুসরাত জাহাঁ সাহেবা আমাদের অফিসের ইংরেজী ডাক বিভাগে কাজ করেন। এই দুর্ঘটনায়, আমি যেমনটি বলেছি, তার মা-ই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। নুসরত জাহাঁ সাহেবার মা অর্থাৎ শিশুর নানীও সাথে বসা ছিলেন। তিনিও বেশ আহত হন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও আরোগ্য এবং সুস্বাস্থ্য দিন আর এই শিশুর পিতামাতাকেও ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা, বিশেষত মা, অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এই বেদনা সহ্য করেছেন। আর শিশুরা তো নিষ্পাপই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চিতভাবে তাদেরকে সাথে সাথেই জান্নাতে নিয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা তার পিতামাতাকে ধৈর্য ও মনোবল দিন এবং তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। নামাযের পর আমি যেমনটি বলেছি তার জানাযা পড়াব। এটি হাজের জানাযা, তাই আমি বাহিরে যাব আর আপনারা এখানে মসজিদেই অবস্থান করুন এবং জানাযায় অংশ নিন।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, খণ্ডঃ ২৫, সংখ্যাঃ ৪, পৃঃ ৫-৯)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)